ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 805-811
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.071

বিবরণপ্রস্থানে শাব্দাপরোক্ষবাদ

সন্তু ঘোষ, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.01.2025; Accepted: 28.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Śabda is an indirect source of valid cognition. It produces an indirect valid cognition. Almost all the Indian Philosopher admit this view. Even Advaita Vedāntins do not refuse that śabda gives rise to indirect cognition. There are three schools in Advaita Vedānta, they are Vivaraṇa school, Bhāmatī school and Maṇdana school. In this paper I have mentioned two schools Vivaraṇa and Bhāmatī. These schools are not unanimous about many subjects including śābdāparokṣavāda. According to śābdāparokṣavāda, sentence gives rise to immediate cognition. Though Vivaraṇa School sayas that in ordinary cases accept like daśmastvamasi (you are the tenth person), sentence produces indirect cognition, but Vedic sentences like tattvamasi (you are that) etc. gives rise to immediate cognition of Brāhmaṇa. All the Advaita Vedāntins such as Śaṁkara, Prakāśātmajati, Citasukhācārya who belong to Vivaraṇa school are the supporters of śābdāparokṣavāda, on the other hand the Advaitins like Maṇdana Miśra, Vācaspti Miśra who belong to Bhāmatī refuse to accept śābdāparokṣavāda. In this paper I have discussed both the views on basis of their respective books. Following authentic books of the Bhāmatī school I have tried my best to analyse in this paper the criticism raised by the Bhāmatī school about śābdāparokṣavāda. After that refuting all these criticisms, I have given the reasons of the Vivaraṇa school in favour of śābdāparokṣavāda.

Keywords: Daśmastvamasi, Tattvamasi, Śābdāparokṣavāda, Śrabaṇ, Maṇdana, Nididhyāsana, Vivaraṇa school, Bhāmatī school.

ভারতীয় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হল জীবের মোক্ষ প্রাপ্তি। আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম হল অদ্বৈত বেদান্ত। অদ্বৈত বেদান্তেও বলা হয়েছে, ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান বা শুদ্ধচৈতন্যের জ্ঞান থেকে জীবের মুক্তি হয়। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে অদ্বৈত বেদান্তের আধিবিদ্যক আলোচনা যেমন গুরুত্ব লাভ করেছে, তেমনি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ দর্শন শাস্ত্রে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার প্রমাণগুলি ছাড়া ভারতীয় দর্শনে শ্রুতি প্রমাণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আচার্য শংকরের মতে শ্রুতি প্রমাণ সর্বাপেক্ষা বলবত। ‘তং

ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি'- এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে উপনিষদগম্য বলা হয়েছে। শ্রুত্যনুকুল যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বা ব্রহ্মের অপরোক্ষত্ব বিচার ব্যবস্থাপিত হয়।

'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ও 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'- এই চারটিকে মহাবাক্য বলা হয়। মহাবাক্য গুলি ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদের অন্তর্গত। শুদ্ধচৈতন্য পদার্থই মহাবাক্য সমূহের প্রতিপাদ্য। মহাবাক্য গুলির দ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান বা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। বেদান্তবাক্যরূপ শব্দ হতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্ভাবিত হয় বলে এই জ্ঞানকে শব্দজন্য অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়। শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করা হয় বলে এই মতবাদের নাম শাব্দাপরোক্ষবাদ। শাব্দাপরোক্ষবাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পূর্বে অদ্বৈত বেদান্তের কিছু বিষয় আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শঙ্করাদ্বৈতবাদের দুটি ধারা- বিবরণ প্রস্থান ও ভামতী প্রস্থান। ভামতী সম্প্রদায় শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেন না, তাদের মতে শব্দ পরোক্ষজ্ঞানের জনক। বিবরণ সম্প্রদায় শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেন, তাদের মতে শব্দই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের হেতু। বিবরণপন্থী দার্শনিকগণ শ্রবণকে প্রধান বা অঙ্গী এবং মনন ও নিদিধ্যাসনকে তার অঙ্গ বলেছেন। কিন্তু ভামতীপন্থী দার্শনিকগণ নিদিধ্যাসনকে অঙ্গী এবং শ্রবণ ও মনন তার অঙ্গ বলেছেন।

এছাড়াও বিবরণ প্রস্থানের বিভিন্ন দার্শনিকগণ শাঙ্করভাষ্যের উপর টীকা গ্রন্থ লিখেছেন, যার মাধ্যমে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেছেন। বিবরণ প্রস্থানের প্রায় সব দার্শনিকই শব্দ থেকে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় তা স্বীকার করেন। বিবরণ সম্প্রদায় দার্শনিকগণ আচার্য পদ্মপাদ, প্রকাশাত্মযতি, চিৎসুখাচার্য, মধুসূদনসরস্বতী, প্রকাশানন্দ, রামাদ্বয়াচার্য, আনন্দানুভব, সর্বজ্ঞাত্মমুনি প্রভৃতি বৈদান্তিক আচার্যগণ 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই চারটি মহাবাক্যজন্য অপরোক্ষনিশ্চয় স্বীকার করেছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য রামানুজ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নির্ম্বাক এবং দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায় শাব্দাপরোক্ষ স্বীকার করেন না। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণ শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করেন নাই। এইসব দার্শনিক সম্প্রদায় বলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকেই একমাত্র অপরোক্ষজ্ঞান হয়। শব্দ কখনোই অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হয় না।

সমস্ত প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর সকল প্রমাণকেই পরোক্ষ বলে স্বীকার করা হয়। শব্দও পরোক্ষ প্রমাণ বলে গণ্য হয়েছে। অথচ শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকৃতীদের মতে শব্দকে অপরোক্ষজ্ঞানের জনক বলে বর্ণনা করা হয়। সুতরাং শাব্দাপরোক্ষবাদের বিচার্য বিষয় হল যারা শব্দ হতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করেন না, তাদের মত খণ্ডনপূর্বক শব্দকেই অপরোক্ষজ্ঞানের জনকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। অদ্বৈতমতালম্বী সকল দার্শনিক শাব্দাপরোক্ষবাদের খণ্ডনে ও স্থাপনে নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে লৌকিক দৃষ্টান্ত 'দশমস্ত্বমসি' এবং শ্রোতদৃষ্টান্ত 'তত্ত্বমসি' ও অন্যান্য শ্রুতিবাক্যকে অবলম্বন করে বিচার করেছেন।

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠান প্রয়োজন। শ্রবণাদির অভ্যাসের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।[১] যে বাক্য থেকে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় তাকে মহাবাক্য বলে। ফলে প্রথমে মহাবাক্য শ্রবণ ও তারপর তার মনন ও নিদিধ্যাসন করলে যদি ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান না হয়, তবে মহাবাক্যের আর কোন সার্থকতা থাকে না।

শ্রবণ: প্রকাশত্মযতি 'পঞ্চপাদিকা' গ্রন্থে বলেন শ্রবণের অর্থ হল বেদান্ত বাক্যার্থের বিচার। ছয়টি লিঙ্গের দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য অবধারণ।[২] ছয়টি লিঙ্গ হল- উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস,

অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি। ব্রহ্মজ্ঞান শ্রবণই প্রধান, যেহেতু এর প্রমাণরূপে শ্রুতিবাক্য অবস্থিত আছে।

মনন: এই ছয়টি লিঙ্গের তাৎপর্য অনুধাবন করে অদ্বৈতবস্তুর নিরন্তরভাবে অনুচিন্তনকে মনন বলে।[৩] মধুসূদন সরস্বতীর মতে, ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে উক্ত অসত্ত্ব শঙ্কার নিবর্তক যুক্তিকে মনন বলে।

নিদিধ্যাসন: নিদিধ্যাসন শব্দের অর্থ হল ধ্যান। ব্রহ্মানন্দ বলেন, নিদিধ্যাসন হল অপরোক্ষত্বনিশ্চয়সম্পাদক তর্ক।

মহাবাক্য চতুষ্কের অর্থ: 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ও 'তত্ত্বমসি' এই চারিটি মহাবাক্য। প্রতিটি মহাবাক্যই অখণ্ডার্থের বোধক। 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' প্রজ্ঞান শব্দের বাচ্যার্থ জীব এবং ব্রহ্ম শব্দের বাচ্যার্থ ঈশ্বর, লক্ষণার দ্বারা শুদ্ধচৈতন্য বোধিত হয়। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই শ্রুতিবাক্যে প্রত্যগাত্মা বা জীব 'অহম্' শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করা হয়। লক্ষণার দ্বারা শুদ্ধচৈতন্য বোধিত হয়ে থাকে। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই শ্রুতিতে 'আত্মা' শব্দের বাচ্যার্থ জীব। 'ব্রহ্ম' পদের অর্থ ঈশ্বর (পরব্রহ্ম নয়)। এইস্থলে লক্ষণা করা হয়। ইহা পরোক্ষ নয়, তাহা 'অয়ম্' শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়ে থাকে। মহাবাক্যের হবে যে, সমস্ত বস্তুর মধ্যে অনুস্যূত স্বপ্রকাশ আত্মা। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তৎ' পদের দ্বারা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ ধর্মী উপস্থাপিত হয়। 'ত্বম্' পদের দ্বারা অশুদ্ধ, অসর্বজ্ঞ, পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্য উপস্থাপিত হয়। এইস্থলে জহদজহৎ-স্বার্থলক্ষণা বা ভাগলক্ষণার দ্বারা বিরুদ্ধ-পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্টাংশপরিত্যাগপূর্বক অবিরুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্যই প্রতিপাদিত হয়ে থাকে। অখণ্ডার্থবোধের অর্থনির্ধারণে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। ব্রহ্মের সঙ্গে বিষয়ের অভেদ হলে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। 'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম' এই শ্রুতিতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ তত্ত্ব। তেমনি 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য হতে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। বিবরণ প্রস্থানের মূল বক্তব্য হল শব্দ থেকেও কোন কোন সময় অপরোক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। বেদান্তদর্শনে একটি আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ আছে: দশটি ব্যক্তি নৌকা পারাপার হওয়ার সময় কোন একজন ব্যক্তি যদি নিজেকে গণনা না করে অপর সকলকে গণনা করেন এবং ঐরূপ ভ্রান্তিবশতঃ দশমব্যক্তির অনুসন্ধান করেন, তবে তাঁর ভ্রমের নিবৃত্তির জন্য উপর কেউ বলতে পারেন 'দশমস্ত্বমসি'। এই বাক্য শ্রবণের ফলে তাঁর যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় সে জ্ঞানকে অবশ্যই অপরোক্ষ জ্ঞানই বলতে হবে। কারণ ঐ জ্ঞান যদি অপরোক্ষ না হত তাহলে তার দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি সম্ভব হত না। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাক্য শ্রবণের ফলে দশম ব্যক্তির অনুসন্ধানরূপ অপরোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি হয়ে থাকে। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে বাক্য শ্রবণের ফলেই এস্থলে অপরোক্ষপ্রমার উৎপত্তি হয়ে থাকে। 'তুমি দশম' এই বাক্য শুনে 'আমি দশম' এই প্রকার জ্ঞান হয়, তাকে ইন্দ্রিয়জন্য বলা যায় না। কারণ গণনাকারী ব্যক্তি নিজেকে দশম বলে প্রত্যক্ষ অনুভব তো হয়নি। তাছাড়া যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তখন ইন্দ্রিয়দের শব্দ সহকারীত্ব থাকে- এমন কথা তো কোন সম্প্রদায়ই বলেন না। এই কারণেই 'তুমি দশম' এইজ্ঞানে যেহেতু 'শব্দসহকৃত ইন্দ্রিয়জন্যত্ব' রয়েছে, তাই এই জ্ঞানে অপরোক্ষত্ব আছে- এমনটা বলা যায় না। এবং একইসঙ্গে এই জ্ঞানে ইন্দ্রিয়জন্যত্ব না থাকায় জ্ঞানটি যে পরোক্ষ জ্ঞানই- এমন কথা বলা যায় না। তবু যদি পরোক্ষ জ্ঞান বলি তাহলে 'দশম রয়েছে' এই পরোক্ষ জ্ঞান, 'দশম নেই' এই অপরোক্ষ অধ্যাসের নিবৃত্তি করতে পারে না। এই জন্য 'তুমি দশম' কিংবা 'তুমি বক্ষ' ইত্যাদি অপরোক্ষ বিষয়ক বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাকে

'অপরোক্ষ' বলেই মানতে হবে। সুতরাং শব্দ থেকে এরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিকে 'শাব্দাপরোক্ষবাদ' বলে।

মণ্ডন মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্র শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডন করেছেন। মণ্ডন মিশ্র তাঁর 'ব্রহ্মসিদ্ধি' গ্রন্থে বলেন 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি উপনিষদ বাক্যসমূহ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন করে। ঐ বাক্যসমূহ হতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা পরোক্ষ, অপরোক্ষ নয়। তেমনি ভামতী প্রস্থানের প্রতিস্থাপক বাচস্পতি মিশ্র শব্দ থেকে অপরোক্ষজ্ঞান হয় তা অস্বীকার করেন। তিনি তাঁর 'ভামতী' গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন বেদান্তবাক্যজন্য যে জ্ঞান হয় তা ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান নয়। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ মাধ্যমে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয়। সুতরাং বেদান্তবাক্যজন্যজ্ঞান শাব্দবোধাত্মক বলে উহা অপরোক্ষ পদবাচ্য হতে পারে না। উক্ত বিষয় আরো ভালোভাবে বুঝতে হলে বাচস্পতি মিশ্রের প্রত্যক্ষের লক্ষণটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। প্রত্যক্ষের লক্ষণটি হল— 'স্বাবিষয়বিষয়কস্বসমানাধিকরণজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্ব'। 'জ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্ব' লক্ষণে জ্ঞানাংশে 'স্বসমানাধিকরণ' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হবে।[৪] ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রমাতার স্বসমানাধিকরণ জ্ঞান নয়। ভামতী পন্থী কল্পতরুপরিমলকারের মতে স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই জ্ঞানগত অপরোক্ষত্ব রূপে বিবক্ষিত হয়েছে। এইভাবে জ্ঞানগত অপরোক্ষত্ব নির্ধারিত হলে ঐরূপ জ্ঞানাজন্যব্যবহারযোগ্যত্বই অর্থগত অপরোক্ষত্ব রূপে নির্ধারণ করা চলবে।[৫] জ্ঞানগত ও বিষয়গত অপরোক্ষত্ব নির্ধারিত হওয়ার ফলে ভামতী সম্প্রদায়ের মতে শব্দজন্যজ্ঞান কখনোই অপরোক্ষ নামে অভিহিত হতে পারবে না। কারণ শব্দজন্যজ্ঞান স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানজন্যই হবে, জ্ঞানাজন্য হবে না।[৬]

ভামতীপন্থীগণ বলেন, 'দশমস্ত্বমসি' প্রভৃতিস্থলে যে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে তা শব্দজন্য নয়, শব্দশ্রবণান্তর তদ্বিষয়ে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ঘটে এবং তার ফলস্বরূপ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। 'দশমস্ত্বমসি' বাক্য হতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার দ্বারা মনের অনবধানতা দূরীভূত হয়। মন বিষয়ের সাথে সন্নিকৃষ্ট চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হয়ে দশমত্বরূপে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে। মন নিরপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। 'দশমস্ত্বমসি' এই শাব্দজ্ঞানটি মননিরপেক্ষ ভাবে উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং ইহা বলা যায় বেদান্তবাক্যজন্য যে প্রমাণ তা পরোক্ষ প্রমাণ। তাহলে বেদান্তবাক্যজন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা পরোক্ষস্বরূপ, প্রত্যক্ষস্বরূপ হতে পারে না। সুতরাং বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক হবে এরূপ মত সিদ্ধ হয় না। শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করলে 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণান্তর অন্ধেরও অপরোক্ষজ্ঞান উদিত হতে পারত, কিন্তু অন্ধের পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়।[৭] এক ব্যক্তি রূপের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করেছে এবং নীল, পীত প্রভৃতি শব্দের শক্তিও অবগত হয়েছে, কোন কারণবশতঃ সে অন্ধ হলে তার নীল, পীত প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করলে কি তার রূপবিষয়ক জ্ঞানটিকে প্রত্যক্ষ বলা যাবে? তা কখনই হয় না, অতএব পরোক্ষ প্রমাণ হতে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব সম্ভব নয়।

ভামতীমতের তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক বেদান্তবাক্য নয়। বেদান্তবাক্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ নয়। এর প্রমাণ অন্তঃকরণ। সংগীত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞানলাভের অনন্তর, ঐ জ্ঞানের অভ্যাসের ফলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের একপ্রকার সংস্কার উৎপন্ন হয়। ঐ সংস্কার সহকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই স্বরগ্রামের মূর্ছনা প্রভৃতির ভেদ সকলের প্রত্যক্ষগোচর হয়ে থাকে, কিন্তু সংগীতশাস্ত্রের দ্বারা ঐপ্রকার প্রত্যক্ষ হয় না। তদ্রূপ এই অন্তঃকরণ বেদান্তবাক্যজন্য পরোক্ষজ্ঞানে অভ্যাসরূপ নিদিধ্যাসনের দ্বারা উৎপন্ন সংস্কারে

সংস্কৃত হয়ে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করা হয়।[৮] সুতরাং শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করার কোনই আবশ্যকতা নেই। অতএব ভামতীসম্প্রদায়ের মতানুসারে শব্দ পরোক্ষ প্রমাণ এবং তজ্জন্য জ্ঞান কখনই অপরোক্ষ হবে না।

বিবরণ প্রস্থানে দার্শনিকগণ শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেছেন। পদ্মপাদ তাঁর 'পঞ্চপাদিকা' গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য উদিত হলে মনের অসম্ভবনা ও বিপরীতভাবনা দূরীভূত হয়। বিদ্যারণ্যমুণি 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ' গ্রন্থে বিবরণ মতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিবরণকার বিদ্যারণ্যমুনি বলেন, 'যৎ সাক্ষাদপরোদ্ ব্রহ্ম' এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে অপরোক্ষস্বভাব বলা হয়েছে। তিনি বলেন, "তত্র ব্রহ্ম এব সর্বসংবিদ্দুপাদানত্বাৎ ব্রহ্মকোরশব্দপ্রমাণসংবেদনেঽপি তদভিন্নতয়া বা তজ্জনকতা বা ব্রহ্মাপি প্রথমমেবাপরোক্ষতয়া অবভাসতে"।[৯]

বিবরণ প্রস্থানে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক হলেন চিৎসুখাচার্য ও মধুসূদন সরস্বতী। এই দার্শনিক যুগলদ্বয় শাব্দাপরোক্ষবাদকে দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চিৎসুখাচার্য তাঁর 'তত্ত্বপ্রদীপিকা' গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপনের জন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, শব্দজন্যজ্ঞান থেকে ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। চিৎসুখাচার্য বলেন, পূর্বপক্ষী দাবি করে বলেন, 'দশমস্ত্বমসি' প্রভৃতি স্থলে ঐরূপ বাক্যজন্যজ্ঞানই অপরোক্ষজ্ঞান নয়। সেখানেও বাক্যশ্রবণান্তর দশমরূপে নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি বিদ্যমান থাকায় অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং এটি শাব্দাপরোক্ষবাদের দৃষ্টান্ত হতে পারে না। যদিও বলা যেতে পারে যে, ঐস্থলে শব্দশ্রবণের পূর্বেও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় তাদৃশ শব্দ শ্রবণের পূর্বে ঐরূপ প্রত্যক্ষ হয় না, পক্ষান্তরে শব্দ শ্রবণের পরেই ঐ প্রত্যক্ষ উদিত হয়। সুতরাং ঐ জ্ঞান ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য নয়, পরন্তু তাদৃশ বাক্যজন্য।[১০]

শাব্দাপরোক্ষবাদী বলেন, শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞান সর্বানুভবসিদ্ধ হওয়ায় শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব প্রসিদ্ধই আছে। পূর্বপক্ষীরা বলতে পারে যে, 'দশমস্ত্বমসি' অনুভবসিদ্ধ অপরোক্ষজ্ঞানের জনক শব্দ নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ই তাদৃশ অপরোক্ষজ্ঞানের জনক, শব্দ সহকারী কারণমাত্র। এর উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন, বাক্যজন্য অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও যদি বাক্যের অপরোক্ষজ্ঞানের সাক্ষাৎজনকতা স্বীকৃত না হয়, তা হলে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানস্থলেও ইন্দ্রিয়ের সাক্ষৎজনকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় অনুকূলে কোন যুক্তি থাকবে না। কারণ ইন্দ্রিয়সংযোগ হলেই অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কিন্তু মনঃসংযোগও সেখানে আবশ্যক। সুতরাং 'দশমস্ত্বমসি' প্রভৃতিস্থলে শব্দশ্রবণান্তর যে অপরোক্ষানুভব সেখানে শব্দকে সহকারী কারণরূপে কল্পনা করার অনুকূলে কোন যুক্তিই নেই। পক্ষান্তরে শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি শব্দই সাক্ষাৎ করণ, ইন্দ্রিয় সহকারী কারণ বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত করার পক্ষে কোন বাঁধা নেই।

পূর্বে প্রদত্ত পূর্বপক্ষীর আপত্তির উত্তরে শাব্দাপরোক্ষবাদী বলেন, 'দশমস্ত্বমসি' প্রভৃতিস্থলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ব্যতীতও কেবলমাত্র শব্দশ্রবণজন্য অপরোক্ষনিশ্চয় হয়। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে অথবা স্থলবিশেষে দৃষ্টিশূন্যব্যক্তিরও তাদৃশবাক্যশ্রবণজন্য 'আমি দশমব্যক্তি' এরূপ অপরোক্ষনিশ্চয় উৎপন্ন হয় এটা অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সমস্তস্থলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র শব্দশ্রবণজন্য অপরোক্ষ উপলব্ধি উৎপন্ন হয়। অতএব 'দশমস্ত্বমসি' প্রভৃতিস্থলে তাদৃশ শব্দকেই অপরোক্ষজ্ঞানের করণ বলে স্বীকার করতে হবে।

মধুসূদন সরস্বতী তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য তিনটি গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদ প্রতিস্থাপিত করেছেন। সেগুলি হল- (ক) অদ্বৈতসিদ্ধি, (খ) বেদান্তকল্পলতিকা, (গ) গীতাভাষ্য গূঢ়ার্থদীপিকা।

মধুসূদন সরস্বতী বলেন, শব্দ থেকে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। তিনি বলেন, শাব্দাপরোক্ষবাদ শ্রুতিসম্মত। ছান্দোগ্যেপনিষদ 'তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ', 'তমসঃ পারং দর্শয়তি' এই শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয়। আর 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাও শাব্দাপরোক্ষবাদ প্রমাণিত হয়। প্রথমোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে, 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি উপদেশবাক্য হতে শ্বেতকেতু আত্মাকে জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় শ্রুতি হতে ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার উপদেশের দ্বারা নারদকে অজ্ঞানের পরপার দেখিয়েছিলেন অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়েছিলেন।[১১] 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ' এই শ্রুতিতে 'বি' এই শব্দের উপসর্গযুক্ত বিজ্ঞান পদের সাহায্যে শাব্দজ্ঞান যে বিশেষবিষয়ক তা প্রতিপাদিত হয়েছে। 'সুনিশ্চিত' শব্দে 'সু' উপসর্গের দ্বারা ঐ জ্ঞান যে অপরোক্ষস্বরূপ তা বর্ণিত হয়েছে। এবং 'সুনিশ্চিতার্থ' এই পদের 'অর্থ' শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে, যা মুখ্যার্থ এস্থলে নিশ্চয়রূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। বেদান্তবাক্যের মুখ্যার্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। সুতরাং ঐরূপ মুখ্যার্থবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে।[১২]

পূর্বপক্ষী ভামতী সম্প্রদায়ের প্রশ্ন হল, শব্দ অপরোক্ষজ্ঞানের জনক তা কী প্রমাণসিদ্ধ? এর উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন, 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ', 'তত্ত্বমসি', 'তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ' এই সকল শ্রুতি শাব্দাপরোক্ষবাদের প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও তিনি অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রুতিপ্রমাণ ছাড়াও শাব্দাপরোক্ষবাদে প্রমাণরূপে অনুমান প্রমাণের কথা বলেছেন। অনুমানের আকারটি হল- 'অপরোক্ষত্বং, তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তিঃ, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ জ্ঞানত্ববৎ'। এই অনুমানের পক্ষ হল 'অপরোক্ষত্ব', তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানের বৃত্তি হচ্ছে সাধ্য, আর হেতু হল 'অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তভাবপ্রতিযোগিত্ব'। উদাহরণ হল 'জ্ঞানত্ব'।

পূর্বপক্ষী ভামতী সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ আরও বলেন, শাব্দাপরোক্ষবাদ যদি স্বীকার করি তাহলে 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্' এই শ্রুতিতে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বিরোধ হবে। কারণ এই শ্রুতিতে বলা হয়েছে ব্রহ্মকে শুধুই মনের দ্বারা জানা যায়। সুতরাং শব্দজন্য ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়- এরূপ বলা অসঙ্গত। এর উত্তরে শাব্দাপরোক্ষবাদীরা বলেন, 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্' শ্রুতির তাৎপর্য অন্যভাবে বুঝতে হবে। বিক্ষিপ্ত মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে উপযোগী নয়। সমাধিশুদ্ধ মনই উপযোগী, তা বোঝানোর জন্যই 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্' ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে। চিত্ত একাগ্র না হলে শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞান হতে পারে না। তাই অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রবণ অঙ্গী এবং মনন ও নিদিধ্যাসন হল শ্রবণের অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে মনের অপরোক্ষজ্ঞানকরণত্ব প্রমাণ সিদ্ধই নয়। কারণ সুখ-দুঃখাদি সাক্ষীবেদ্য এবং আত্মা স্বয়ং প্রকাশ বলে মন কোন বিষয়েরই সাক্ষাৎকারের হেতু নয়।[১৩] অতএব মনকে সহকারী কারণ ভিন্ন কল্পনা করার উপায় নেই। এই অবস্থায় 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য ব্যতীত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধক অন্য কিছুই কল্পনা করা অসম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদনই শাব্দাপরোক্ষবাদের মূল উদ্দেশ্য। শঙ্করাচার্য যে অখণ্ডব্রহ্মস্বরূপের কথা বলেছেন তা শ্রৌতপ্রমাণের অন্তর্গত। বেদান্তবাক্য শ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বীজ। মনন ও নিদিধ্যাসন তার সহকারী। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হলে সমস্ত রকমের অজ্ঞান দূরীভূত হয়। উপনিষদে বলা হয়েছে, 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য গুলি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়ে থাকে।

সুতরাং শ্রুতবেদান্ত ব্যক্তির যথাবিহিত সাধনের ফলে শব্দ হতে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে এবং তার ফলে মুক্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয়ঃ এতে দর্শনহেতবঃ।।
—*বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ.* বিদ্যারণ্যমুনি, শ্রযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ অনুদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির হতে শ্রীসতীশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, পৃ. ৭

২. শ্রবণং নাম ষড়বিধলিঙ্গৈরশেষবেদান্তানমদ্বিতীয়ে বস্তুনি তাৎপর্যাবধারণম্।
—*বেদান্তসার.* সদানন্দ যোগীন্দ্র, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৩৮, পৃ. ১৮২

৩. মননন্ত শ্রুতস্যাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তার্থানুগুণযুক্তিভিরনবরতমনুচিন্তনম্।
—*বেদান্তসার.* সদানন্দ যোগীন্দ্র, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৩৮, পৃ. ১৮৯

৪. মননন্ত শ্রুতস্যাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তার্থানুগুণযুক্তিভিরনবরতমনুচিন্তনম্।
—*কল্পতরুপরিমল.* অপ্পয়দীক্ষিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৮, পৃ. ৫৬

৫. এবমপরোক্ষজ্ঞানলক্ষণব্যবস্থিতৌ তজ্জন্য ব্যবহারযোগ্যত্বমর্থাপারোক্ষ্যমিতি তন্নির্বচনদ্রষ্টব্যম্।
—*কল্পতরুপরিমল.* অপ্পয়দীক্ষিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৮, পৃ. ৫৬

৬. এবঞ্চ শব্দপ্রমাণং স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানজন্যাং পরোক্ষপ্রমামেব জনয়তীতি নাপরোক্ষপ্রমাহেতুরিতি ভাবঃ।
—*কল্পতরুপরিমল.* অপ্পয়দীক্ষিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৮, পৃ. ৫৬

৭. দশমস্তমসীত্যত্রাপি তৎসচিবাদেব সাক্ষাৎকারঃ অন্ধাদেন্ত পরোক্ষধীরেব।
—*বেদান্তকল্পতরু.* অমলানন্দ সরস্বতী, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৮, পৃ. ৫৬

৮. তস্মাৎ যথা গান্ধর্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিত-সংস্কারসচিবঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়েণ ষড়জাদিস্বরগ্রামমূর্ছনাভেদম্ অধ্যক্ষম্ অনুভবতি, এবং বেদান্তার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারো জীবস্য ব্রহ্মভাবম্ অন্তঃকরণেন ইতি।
—*ভামতী.* বাচস্পতি মিশ্র, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৮, পৃঃ ৫৮

৯. *বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ.* বিদ্যারণ্যমুনি, শ্রযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ অনুদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির হতে শ্রীসতীশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, পৃ. ৪০৬-৪০৭

১০. ন চ দশমস্ত্বমসীতি বাক্যমুদাহরণম্। তত্রাপি কেবলশব্দস্যাপরোক্ষজ্ঞানাজনকত্বাদি- ন্দ্রিয়সন্নিকর্ষস্যাপি দশমশরীরগোচরস্য তত্র ভাবাৎ।
—*তত্ত্বপ্রদীপিকা.* চিৎসুখাচার্য, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৫, পৃ. ৩৩৩

১১. পূর্ববাক্যে তজ্জনকাপরোক্ষজ্ঞানস্যোপদেশমাত্রসাধ্যত্বোক্তেঃ, দ্বিতীয় শ্রুতৌ শাব্দজ্ঞানসা বিপদেন বিশেষবিষয়ত্বস্য লাভাৎ সুপদেন অপরোক্ষত্বোক্তেঃ।
—*অদ্বৈতসিদ্ধি,* মধুসূদন সরস্বতী, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৭, পৃ. ৮৭৫

১২. নাপি বেদান্তবোধ্যস্য ব্রহ্মাতিরিক্তস্যাপ্যেবমাপরোক্ষ্যাপত্তিঃ। অর্থপদস্য মুখ্যতস্তাৎপর্যবিষয়পরত্বাৎ, বেদান্তবোধ্যতায়া ব্রহ্মমাত্রপর্যবসন্নত্বাচ্চ।
—তদেব, পৃ. ৮৭৫

১৩. সুখাদীনাং সাক্ষিবেদ্যত্বাদাত্মনশ্চ স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ মনসঃ ক্বচিদপিসাক্ষাৎকারহেতুত্বা- সম্প্রতিপত্তেঃ।
—*তত্ত্বপ্রদীপিকা.* চিৎসুখাচার্য, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৫, পৃ. ৩৩৬